পরিবার পরিকল্পনা সেবা পাচ্ছেন নবীনগরের ৮০ ভাগ মানুষ

By
dailygazipuronline
-
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৩
0
161

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ আহসান উল্লাহ

YOUR AD HERE
CONTACT US TODAY

নাসির উদ্দীন বুলবুল নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ফিরে: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগরে জনবল সংকট ও অপর্যাপ্ত ওষুধের কারণে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মানুষ। সংকট থাকলেও সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে যাচ্ছেন উপজেলায় কর্মরত পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। উপজেলার ৮০ ভাগ মানুষ পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ থেকে বিভিন্ন সেবা পাচ্ছেন। এ বিভাগ থেকে সেবা নেয়ার কারণে মা ও শিশু মৃত্যুহার কমেছে বলে দাবি করেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ আহসান উল্লাহ।

তিনি এ প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে জানান,নবীনগর উপজেলায় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অধীন ১১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ০৮ টি ইউনিয়নে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। ২০২০ সালের ৫ মে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ আহসান উল্লাহ নবীনগরে যোগদানের পর থেকে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় মাটি ভরাট করা হয়েছে। বীরগাও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বিদুৎ ছিল না বর্তমানে বিদুৎতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নবীনগর উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় শিবপুর ডেলিভারী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ফ্রিজ, আলমারী, চেয়ার-টেবিলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

মোঃ আহসান উল্লাহ বলেন, যেখানে ২০২০সালে প্রতিমাসে নরমাল ডেলিভারী হত ২০টি বর্তমানে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১১৫ থেকে ১২০ টি। প্রত্যেক ইউনিয়নে ইডিডি রেজিষ্টার চালু করা হয়েছে য়ার ফলে গর্ভবতীর তালিকা প্রতি মাসে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলাকে ফোন করে সেবা প্রদান সহ প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এতে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হ্রাস পাচ্ছে।

জনবল সঙ্কটের কারনে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কাজে বিঘ্ন ঘটছে। নবীনগর উপজেলায় ২২ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার মধ্যে ৯ জন্য কর্মরত আছে।

জানান, সপ্তাহে তিন দিন কমিউনিটি ক্লিনিকে একদিন স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এবং অন্য সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতী মায়েদের খোঁজ নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা কেন্দ্রে গিয়ে নিরাপদভাবে সন্তান প্রসবের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা হয়।

এক সময় পরিবার পরিকল্পনার সেবা নিতে মানুষ অনাগ্রহ প্রকাশ করতো। কিন্তু কমিউনিটি ক্লিনিকসহ পরিবার পরিকল্পনার মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে সেবা নেয়ার ফলে পরিকল্পিত পরিবার গঠন এবং গর্ভবতী মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় অনেক দম্পতি এখন নিজ থেকে আগ্রহ করে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন সেবা নিচ্ছেন।

উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি প্রতি দুই মাস পর পর আলোচনা করে মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার লক্ষে কাজ করেন। এছাড়া প্রতিমাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসের করণীয় সম্পর্কে অগ্রিম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের বাড়িতে সন্তান প্রসব না করিয়ে পরিবার পরিকল্পনার যে সব সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে গিয়ে সন্তান প্রসবে উৎসাহিত করেন মাঠ কর্মীরা। মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হওয়ায় গর্ভবতী মা এবং শিশুর মৃত্যুর হার অনেকটাই কমে গেছে।

তিনি আরও জানান, যে সব দম্পতি দুইটির অধিক সন্তান না নেয়ার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাদের ওই ব্যবস্থার যাবতীয় খরচ সরকার দিয়ে থাকে। এছাড়াও তাদের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।জনবল সংকটের কারণে পরিবার পরিকল্পনার সেবা কিছুটা ব্যাহত হলেও সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সেবা দেয়ার।

তিনি আরও জানান, প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এ বিভাগে কর্মরতরা। পরিবার পরিকল্পনার সেবা নেয়ার কারণে মা ও শিশু মৃত্যুহার